বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ও গ্রামীণ ব্যাংক কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান কর্তৃক গ্রামীণ ব্যাংক ও গ্রামীণ ব্যাংক কমিশন সম্পর্কে **৪২জন বিদেশি কর্তৃক লিখিত পত্রের প্রতিবাদ**

মাননীয় ড. গ্রো হারলেম ব্রুন্ডল্যান্ড
সাবেক প্রধানমন্ত্রী (১৯৯১-১৯৯৬), নরওয়ে
ও
ডেপুটি চেয়ারম্যান অব দ্য এল্ডারস্
দ্য এল্ডারস্ ফাউন্ডেশন
পোষ্ট বক্স: ৬৭৭৭২; লন্ডন ডব্লিউ১৪ ৪ইএইচ, যুক্তরাজ্য।

১০৭০ ঢাপাসি মার্গ
বাঙ্গবারি, কাঠমুন্ডু
নেপাল
১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩

প্রিয় ব্রুন্ডল্যান্ড,

গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে লিখা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা- বরাবর লিখিত আপনাদের পত্রখানা যা গত ১৪ আগষ্ট ২০১৩ তারিখে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রে RESULTS এর অর্থে পূর্ণ-পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তা আমি খুব সতর্কভাবে পাঠ করেছি।

মে ২০১২-তে যে কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার শিরোনাম "স্পেশাল কমিশন অন গ্রামীণ" ছিল না। কমিশনের মেয়াদ ছিল ২০ জুলাই ২০১৩ পর্যন্ত। যেহেতু আমি কমিশনের প্রধান হিসেবে কাজ করেছিলাম। কমিশনটির বর্তমানে অস্তিত্ব না থাকায় আমি মনে করছি আপনাদের উত্থাপিত বিষয়ে আমার কিছু বলা উচিত। কমিশনটি যখন কার্যক্রম পরিচালনা করছিল তখন এ বিষয়ে প্রতিত্তোর প্রদান যথাযথ হতো না। কারণ কমিশনটি 'কমিশন অব ইনকোয়ারি এ্যাক্ট' এর অধিন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা ছিল আধা-বিচারবিভাগীয় সংস্থার ন্যায়।

আমি ধারণা করছি, কমিশন গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ে যে অন্তবর্তীকালিন প্রতিবেদনটি জমা দিয়েছিল আপনি তা পাঠ করেননি। কমিশনের ১ম সুপারিশ অনুযায়ি পুরো প্রতিবেদনটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে জুলাই ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত উম্মুক্ত ছিল। যাতে করে জনগণ তা যাচাই ও স্বীয় মতামত প্রদান করতে পারে । আমি এটি বলছি কারণ, আমি মনে করছি আপনার মতো একজন উচ্চ শিক্ষিত, মর্যাদাপূর্ণ ও সাফল্য অর্জনকারী ব্যক্তিত্বের নাম কমিশনের কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও সুপারিশের উপর মিথ্যা, বানোয়াট এবং ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা পত্রের সাথে জড়িয়ে গেছে। আপনি এমন একটি সংস্থার সাথে নিজেকে জড়িয়েছেন যার সাথে অধ্যাপক ইউনুছ এর নিরিড় সম্পৃক্ততা রয়েছে এবং কমিশনের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ না করেই কমিশনের নিরপেক্ষতা ও প্রাপ্ত তথ্যকে সরাসরি আক্রম করা হয়েছে।

আপনি ELDERS নামক এমন একটি সংগঠনের সাথে জড়িত যেটি নেলসন ম্যান্ডেলা'র মতো একজন খুবই সম্মানিত এবং জীবন্ত কিংবদন্তী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দ্য এল্ডারসের কাজের ক্ষেত্রগুলো কি?

১. এটি একটি স্বাধীন কণ্ঠ যা কোন জাতি, সরকার বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ দেখবে না
২. বিশ্ব মানবতা এবং সার্বজনিন মানবাধিকার সুরক্ষায় ভূমিকা রাখবে
৩. যতই অরুচিকর বা অপ্রিয় হোক না কেন সকলকে শোনার গুরুত্ব প্রদান করবে
৪. দৃঢ়তার সাথে কাজ করা, কঠিন সত্যকে বলা এবং প্রতিষিদ্ধসমূহ-কে মোকাবেলা করা
৫. 'সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে' এমন দাবী না করা এবং বিশ্বাস করা যে, প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনে এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

আপনি কি মনে করেন RESULTS ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে যে কাজটি করেছে বা এটি এল্ডারসের আদর্শের সাথে মিলে? আমার সুযোগ হয়েছিল বিগত আট সপ্তাহ বা তার আগে দ্য এল্ডারসের একজনের সাথে সরাসরি আলাপ করার। তিনি কমিশনের পুরো অন্তবর্তীকালিন প্রতিবেদনটি ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করে মুদ্রণ করে নিয়েছেন। তার কাছে থাকা প্রতিবেদনটির উপর যখনই আমার নজর পড়লো তিনি হেসে দিলেন এবং বললেন তিনি প্রতিবেদনটি পড়েছেন ও অন্যদের সাথে এ বিষয়ে মতবিনিময় করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এটি ছিল সত্যিই একটি সম্মানের বিষয়। আমার বিশ্বাস মিস ইলা ভাট যা করেছেন, আপনি আপনার সকল অভিজ্ঞতা এবং অর্জন দিয়ে অনুরূপ চিন্তাভাবনা করবেন। আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে RESULTS এর এরূপ একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চিঠিতে স্বাক্ষরের পূর্বে আপনি আদৌ মিস ইলা ভাটের সাথে যোগাযোগ করেছেন কিনা? কারণ তার মতো একজন নারী, যিনি উন্নয়নশীল বিশ্বে অবহেলিত নারীদের ক্ষমতানের জন্য কাজ করার তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা রয়েছে।

কমিশনের কর্মপরিধি মোতাবেক গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকান্ড এবং গ্রামীণ ব্যবসা (*family of business*)-কে জানার জন্য কমিশন যথেষ্ট সময় ও পরিশ্রম করেছে। নিদেন পক্ষে বলা যায়, যে কমিশন গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য, বাংলাদেশের জনগণ, এমনকি অধ্যাপক ইউনুছের জন্যও কাজ করেছে, সে কমিশন সম্পর্কে আপনার মন্তব্য এবং ধারণা অন্যায্য।

আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র জন্য কোন সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করিনি। কিংবা আমি বলছি না অধ্যাপক ইউনুছের দারিদ্র্য দূরীকরণে উদ্যোগে আমার কিছু অবদান ছিল- যখন তিনি কেবলমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিমন্ডলে পরিচিত ছিলেন আপনি বা আপনার মতো যারা বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেছেন তারা কেউ তাকে চিনতেন না। কমিশনের প্রাথমিক এবং মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ব্যাংকের তথ্য ভান্ডার থেকে প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরা এবং নৈর্ব্যক্তিকভাবে গ্রামীণ ব্যাংকের গ্রামীণ ব্যবসা (*family of business*)-কে উপস্থাপন করা। অবশ্য এটি তাদের কাছে ভালো লাগবে না যারা অধ্যাপক ইউনুছ-এর অন্ধ সমর্থক।

আপনি যেসব বানোয়াট ও তথ্য বিভ্রাটে স্বাক্ষর করেছেন তার কিছু নমুনা আমি তুলে ধরছিঃ

১. অনুচ্ছেদ ২-তে বলা হয়েছে যে, 'গ্রামীণ ব্যাংক ঋণগ্রহিতাদের চালিত একটি স্বাধীন কোম্পানি...'। প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ ব্যাংক কোন কোম্পানি নয় বরং এটি সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংবিধিবদ্ধ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। উল্লিখিত এ দু'ধরনের সংস্থার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও আইনগত পার্থক্য রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আপনি কমিশনের অন্তবর্তীকালিন প্রতিবেদনটি পাঠ করতে পারেন।

২. অনুচ্ছেদ ২-তে বলা হয়েছে যে,'...গ্রামীণ পরিবারে অন্য আরো ৫৪টি প্রতিষ্ঠান...'। কমিশন সতর্কতার সাথে গ্রামীণ ব্যাংকের সকল অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড, ঐ সব প্রতিষ্ঠানের অর্থ এবং পরিচালনা পদ্ধতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিল। কিন্তু কমিশনের মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ায় সকল প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা সম্পন্ন করতে পারেনি। তবুও কমিশনের অভিপ্রায় ছিল কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে তাদের এ সমস্ত 'সামাজিক ব্যবসা' সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হবে। আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, গ্রামীণ ব্যাংক বা অধ্যাপক ইউনুছ তাদের কারোরি কোনরূপ 'সামাজিক ব্যবসা' প্রতিষ্ঠা করার আইনগত এখতিয়ার ছিল না। যে আইন বলে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে আইনেই সুনির্দিষ্টভাবে এ সকল কর্মকান্ডকে বারিত করা আছে। গ্রামীণ ব্যাংকের বোর্ড সভার কার্যবিবরণীতে এটি লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, অধ্যাপক ইউনুছ স্বীকার করেছেন তিনি গ্রামীণ ব্যাংক থেকেই সকল 'গ্রামীণ ব্যবসা' প্রতিষ্ঠা করেছেন। যা তিনি করতে পারেন না। কাজেই তিনি গ্রামীণ ব্যাংক আইনকে অবজ্ঞা করেছেন। আপনি কি জানেন কমিশন 'সামাজিক ব্যবসা'র যে কয়টি প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে তার প্রায় সবক'টির পরিচালনা প্রধান অধ্যাপক ইউনুছ? যদিও তাদের অনেকগুলো কোম্পানি লিমিটেড হিসেবে গ্যারান্টির ভিত্তিতে নিবন্ধিত। ফলে সেখানে কার্যত কোন শেয়ারহোল্ডার নেই। বরং অধ্যাপক ইউনুছের অনুগত একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বিশাল পরিমান অর্থ ও স্থাবর সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করছে। হয়তো এটি বড় অনিয়ম বলে প্রতিয়মান নাও হতে পারে। তাহলে কেন গ্রামীণ ব্যাংকের একাধিক সংস্থা করে কৌশলে অর্থ হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হলো? যদি তারা গরীবদের কল্যাণেই কাজ করে থাকেন তবে কেন তারা কমিশন বা অন্য কাউকে তাদের ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয়াদি পরীক্ষা করতে অনিহা প্রদর্শন করেন। এ বিষয়ে আমি আরো কিছু বলার পূর্বে একটি আইনগত বিষয় উল্লেখ করতে চাই। 'সামাজিক ব্যবসা' সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রামীণ ব্যাংকের অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের স্ব স্ব সনদে গ্রামীণ ব্যাংকের অধিন সংস্থা হিসেবে সৃজন করা হয়েছে। যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, গ্রামীণ ব্যাংক আইনে এসব অর্থ হস্তান্তর-কে কোনভাবেই অনুমোদন করে না। আমি মনে করি, এভাবে যে সম্পদ সৃজন করা হয়েছে তা গ্রামীণ ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ যা কেবলমাত্র গ্রামীণ ব্যাংকের দরিদ্র, ভূমিহীন ঋণগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডার কল্যাণে ব্যবহৃত হবে। এটি অনুমিত যে, এসব প্রতিষ্ঠানের অর্থ ঋণগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডার ব্যতিত অন্য কোনভাবে ব্যবহার

করা হলে (এমনকি অন্য দরিদ্র্যদের জন্য ব্যবহার করা হলেও) তা গুরুতর ব্যত্যয়। গ্রামীণ ব্যাংকের দরিদ্র, ভূমিহীন ঋণগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডারদের ঠকানোর শামিল।

৩. অনুচ্ছেদ ২ পুনরাবৃত্তি। আপনার বিবেচ্য "গ্রামীণ ব্যাংক ঋণগ্রহিতাদের ৯৭% হচ্ছে নারী..."এ বিষয়টি কমিশনেরও অন্যতম বিবেচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু এই নারীদের অর্থই অধ্যাপক ইউনুছ তার 'সামাজিক ব্যবসা'-তে সঞ্চালন করেছে। আইন অনুযায়ি এ সম্পদের উপর কেবল ঐ নারীদেরই অধিকার রয়েছে। অন্য কারো নয়। অধ্যাপক ইউনুছের গ্রামীণ ব্যাংক বহির্ভূত সামাজিক কর্মকান্ড দরিদ্র, ভূমিহীন ঋণগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডারদের বঞ্চিত করার শামিল। আপনি কি জেনে আশ্চর্য হবেন যে, কেবল একটি 'সামাজিক ব্যবসা' প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ৫০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার নেয়া হয়েছে! এর জন্যই কি আপনি সমবেদনা জানাচ্ছেন?

৪. অনুচ্ছেদ ৫ যেখানে আপনি কমিশনের সুপারিশমালা সম্পর্কে বলেছেন যে, '...এসমস্ত সুপারিশমালা ৫ মিলিয়ন দরিদ্র, ভূমিহীন ঋণগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডারদেরকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে...'। যদি আপনি সময় নিয়ে কমিশনের অন্তবর্তীকালিন প্রতিবেদনটি পড়েন, তবে আপনি দেখবেন, (ক) গ্রামীণ ব্যাংক আাইন বা (খ) বিধি কোথাও ৫মিলিয়ন দরিদ্র, ভূমিহীন ঋণগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষমতায়নে ভোটাধিকার প্রয়োগের কথা বলা হয়নি। 'ভোটাধিকার বঞ্চনা' বলতে আপনি কি বুঝিয়েছেন তা আমার বোধগম্য নয়। (গ) গ্রামীণ ব্যাংকের ইতিহাসে নির্বাচন পদ্ধতির চর্চা হয়নি বরং সুনির্দিষ্টভাবে সে সকল কর্মকর্তা দ্বারা মনোনয়নের মাধ্যমে পরিচালক মনোনিত করা হয়েছে যারা দরিদ্রের ঋণদান নিয়ন্ত্রণ করেন। এটিই কি নির্বাচনের ক্ষমতায়ন!! আমি পুনরায় আপনাকে কমিশনের অন্তবর্তীকালিন প্রতিবেদনটি পড়ার জন্য অনুরোধ করবো। যেখানে গ্রামীন ব্যাংক বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উদ্বৃতি দিয়ে এসব দুঃখজনক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

৫. অনুচ্ছেদ ৫-এ বলেছেন, 'পরিচালনা বোর্ড থেকে ঋণগ্রহিতাদের পদচ্যুত করা হয়েছে'- আমার মনে হয় আপনি আরেকটু নিশ্চিত হয়ে আপনাদের পত্রটিতে স্বাক্ষর করা প্রয়োজন ছিল। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহিতা এবং ঋণগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডার দু ধরনের লোক রয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক আইন শুধু ঋগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডারদের পরিচালনা বোর্ডের সভায় অংশগ্রহণের অধিকার দেয়, ঋণগ্রহিতাদের নয়। আপনার কি মনে হয়, আমি কেবল ভুল খুঁজছি? তা নয়। কারণ, আইনে কেবল দরিদ্র, ভূমিহীন ঋণগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডারদেরকে সে অধিকার প্রদান করা হয়েছে। তাদের বিভাগ থেকে পরিচালক নির্বাচনে ঋণগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক ভোটাধিকার প্রয়োগ করার বিষয়ে গ্রামীণ ব্যাংক নির্বাচন বিধিমালায় কর্তৃত্ব দেয়া হয়নি। আপনি পত্রটিতে স্বাক্ষর করে বরং দরিদ্র, ভূমিহীন ঋণগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডারদের অধিকারকে খর্ব করার পক্ষে কাজ করেছেন। কমিশন তাদেরকে পরিচালনা বোর্ডকে সরিয়ে দেয়ার জন্য কি কারনে বলেছে, তা পূর্বানুচ্ছেদে বলা হয়েছে। ঋণগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডার হিসেবে তাদের অধিকার অনিশ্চিত। কারণ তাদের কাউকে আইনানুগভাবে কোন শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে কি?। পাশাপাশি যেহেতু তাদের নির্বাচন পদ্ধতি প্রভাবমুক্ত নয় এবং তাদের কাউকে ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়া হয়নি সেহেতু তাদেরকে কিভাবে নির্বাচিত বলা যায়? বোর্ড পরিচালক এ সকল নারী বোর্ড সভায় বসার জন্য তাদের সংশ্লিষ্ট ঋণদাতা অফিসারদের দয়ায় মনোনিত হয়েছেন । এ নির্বাচন পদ্ধতির পক্ষে কি আপনি স্বাক্ষর করেছেন?

৬. অনুচ্ছেদ ৫ এ আরো বলা হয়েছে, '...এবং তাদের পরিবর্তে সরকারি কর্মকর্তা দেয়া হোক।' RESULTS এ কাজটি ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করেছে। পুনরায় আমার সনির্বন্ধ নিবেদন আপনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অন্তবর্তীকালিন প্রতিবেদন ও সুপাশিমালা পাঠ করুন, তারপর এ ধরণের পত্রে স্বাক্ষর করুন। গ্রামীণ ব্যাংকের এ রকম বড় ধরনের ব্যবস্থাপনা ব্যত্যয়ে কমিশনের সুপারিশ ছিল, গ্রামীণ ব্যাংক আইনের আওতায় কোন কোন ঋণগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডারদেরকে আইনানুগভাবে শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে তাদের চিহ্নিত করা। তাদের মধ্য থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন করা যেখানে ঋণদাতা অফিসারদের কোন প্রভাব থাকবে না; যা তারা বিগত ২৫ বছর বা আরো বেশি সময় ধরে করে এসেছেন। এভাবে নির্বাচিতরাই কেবল বোর্ড সভায় অংশগ্রহণ করবেন।

৭. অনুচ্ছেদ ৬ 'দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তির প্রতিপালনীয় আইনগত বাধ্যবাধকতাকে লঙ্ঘনের জন্য বাংলাদেশকে পরিচালিত করবে...' আপনার মতো ব্যক্তিত্ব যিনি উন্নয়নশীল বিশ্ব নিয়ে কাজ করেন, তার কাছে এ ধরণের সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক নয় এরূপ বক্তব্য কাম্য নয়। আপনি কোন বিনিয়োগকে বুঝিয়েছেন? কমিশন তার মেয়াদকালে কেবল গ্রামীণফোণ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নরওয়ের টেলেরনের বিষয়টি গভীরভাবে পরীক্ষা করেছে। আমি আবারও বলছি, একটি উন্নয়নশীল দেশের বিরুদ্ধে এ ধরনের বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষরের পূর্বে আপনার প্রতিবেদনটি পড়া দরকার। রেকর্ড বলছে, টেলেরন ছিল একটি গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান, যারা জেনেশুনে ১৯৯৬ সালে টেলিযোগাযোগের লাইসেন্স গ্রহণকালে নিজেকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে।

তাদের কার্যকলাপ তাৎক্ষণিকভাবে ফৌজদারি দায় তৈরী করেছে- আপনি কি চান আমি তাদের নামের তালিকা দেই? এটি ভালো লাগবে না। যে গ্রুপটি ঐ সময় লাইসেন্সের জন্য দরপত্র দাখিল করেছে, তারা লাইসেন্স প্রদানের জন্য তালিকাভুক্ত ১ম তিনটির মধ্যে ছিল না। এটি জানা গেছে যে, অধ্যাপক ইউনুছের ব্যক্তিগত অনুরোধে (তখন বলা হয়েছিল যে এ লাইসেন্স পাওয়া গেলে সরাসরি এর সুবিধা পাবে গ্রামীণ ব্যাংকের দরিদ্র, ভূমিহীন ঋণগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডারগণ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদেরকে লাইসেন্স প্রদানে রাজি হয়েছিলেন। তখন অধ্যাপক ইউনুছ ছিলেন ঐ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। এ লাইসেন্সটি ছিলা সোনারখনি। কারণ গ্রামীণ ব্যাংকের সকল সদস্যের নেটওয়ার্ক তৈরী করে গ্রামীণফোন দেশের বৃহত্তম টেলিযোগাযোগ কোম্পানিতে পরিনত হতে পেরেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণর বিল রিচার্ডসন যখন বাংলাদেশ সফর করেছেন তখন তিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, আপনি তার সাথে আলাপ করতে পারেন। কিন্ত টেলেরন অধ্যাপক ইউনুছ কে বোকা বানিয়েছে। ২০০২ সালে যখন গ্রামীণ ব্যাংকের সহযোগি প্রতিষ্ঠানকে প্রতিশ্রুত ১৬% শেয়ার দেয়ার প্রশ্ন আসলো তখন টেলেরন তার থেকে পিছিয়ে যায়। কমিশন রেকর্ড পরীক্ষা ও সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে দেখেছে গ্রামীণ ব্যাংকের দরিদ্র, ভূমিহীন ঋণগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডারগণ (যার ৯৭% নারী বলে আপনি উল্লেখ করেছেন) নরওয়ের টেলেরন থেকে ৫০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আপনার জন্য ছোট্ট একটি বিস্ময় হলো যে, নরওয়ের ওসলো-তে একটি সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক ইউনুছ তাদেরকে 'রক্তচোষা' বলে অভিহিত করেছেন যা ওয়াল স্ট্রীট জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল!! আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিরাট অংকের মুদ্রা পাচারের অভিযোগ নিয়ে কাজ করছি না, কেননা আমাদের সে বিষয়গুলো দেখার সময় নেই। আমি পরিস্কার করে বলতে চাই যে, গ্রামীণফোন লিমিটেড যেখানে টেলেরন বড় শেয়ারহোল্ডার তাদের কোনকালেই কোন বৈধ লাইসেন্স ছিল না, এখনও নাই। এর কার্যক্রম পরিচলনা করা তো দুরের কথা, প্রতারণা করার জন্য এর সকল সহায়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা উচিত। এটি কি যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, যারা এ ধরনের প্রতারণাকে মেনে নিবে তারা টেলেরনের হয়ে কাজ করছে। মজার বিষয় হলো, গ্রামীণফোন লিমিটেডের মোবাইল লাইসেন্স না থাকার বিষয়টি মাননীয় অর্থমন্ত্রী একটি সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করার পরও বাংলাদেশের গণমাধ্যম এ বিষয়টি প্রচারে অনিহা প্রদর্শণ করছে। আমি একজন গণমাধ্যম কর্মীর মাধ্যমে অবহিত হতে পেরেছি যে, তাদের সম্পাদক সংবাদিকদের এ বিষয়ে কোন কিছু না লিখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। এতে কি মনে হয় না বাংলাদেশের গণমাধ্যমে সমঝোতা করেছে? তাহলে প্রশ্ন আসে কার সাথে? আপনাদের পত্রের প্রেক্ষিতে আমি এ প্রতিবাদটি তাদেরকে প্রকাশের জন্য প্রদান করবো, তারপর দেখবো তাদের কতজন টেলেরন থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডার অর্থ উদ্ধারে কাজ করে। এ প্রেক্ষিতে কেন আপনার মতো একজন সম্মানিত ব্যক্তি 'দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তির প্রতিপালনীয় আইনগত বাধ্যবাধকতাকে লঙ্ঘন' বিষয়টি উত্থাপন করেছেন তা আমার বোধগম্য নয়? আমি মনে করি অন্য যারা এ পত্রে স্বাক্ষর করেছেন তাদের অনেকেই হয়তো টেলেরনের ইন্ধনে কাজটি করেছেন। আমি বিশ্বাস করি না যে, আপনি জেনেশুনে এ কাজ করেছেন। সৌভাগ্যের বিষয় যে সময় এ ঘটনাগুলো ঘটেছে সে সময় আপনি নরওয়ের সরকারে ছিলেন না। ঘটনাগুলো ঘটেছে ১৯৯৬ সালের পরে। আমি ব্যক্তিগতভাবে নরওয়ের লোকদের জন্য অনেক শ্রদ্ধা পোষণ করি। ১৯৭১ সালে আমি যখন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি, তখন তারাই আমাকে প্রথম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এটি আমাকে খুবই মর্মাহত করছে যে, একটি নরওয়ের রাষ্ট্রায়িত কোম্পানি টেলেরন দরিদ্র, ভূমিহীন ঋণগ্রহিতাদের অর্থ তুলে নিয়ে গেছে এবং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কমিশনকে ভুল ও অসত্য তথ্য দিয়েছে। আপনি জেনে কৌতুহলি হবেন যে, টেলেরন প্রকাশ্যে কমিশনের কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। কেন? নরওয়ের একজন মাননীয় মন্ত্রী এ বছর দু'বার বাংলাদেশ সফর করেছেন টেলেরনের ক্ষতিকে সীমিত করার জন্য। এতে ধারণা করা কি অযৌক্তিক যে, একটি উন্নত দেশের প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে কমিশনের কার্যক্রমকে বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল?

৮. অনুচ্ছেদ ৭ উল্লিখিত যে বিষয়টি আপনাকে উদ্বিগ্ন করেছে মর্মে উল্লেখ করেছেন, '... কমিশন হয়তো তার দায়িত্ব সরল বিশ্বাসে পালন করেনি। কমিশনের অর্ধেক সদস্যের দীর্ঘদিন অনুপস্থিতি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। 'সরল বিশ্বাস' সম্পর্কে বলতে হলে অনুগ্রহপূর্বক অন্তবর্তীকালিন প্রতিবেদনটি পুরো পড়ুন। RESULTS কর্তৃক এ ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার জন্য আপনাদের দিয়ে স্বাক্ষর করার কাজটি কি 'সরল বিশ্বাস'জাত? কমিশনের কোন সদস্য আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কোন সদস্যের নিকট এ তথ্য প্রকাশ করেছে? আমি এটিকে সত্যিই প্রশংসা করবো, যদি আপনি কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম বলতে পারেন বা বিস্তারিত জানাতে পারেন। তবে আমরা তার সাথে যোগাযোগ করে ভুল ও উদ্দেশ্যপূর্ণ ধারনাটিকে শুদ্ধ করে দিতে পারতাম। কমিশন মাত্র তিন সদস্য নিয়ে গঠিত। তাহলে অর্ধেক সদস্য বলতে আপনি ১জন না ২জনকে বুঝিয়েছেন? আপনি হারিয়ে

যাওয়া বলতে কি বুঝিয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। হয়তো আপনি অবহিত হয়েছেন যে, আমি এবং অপর দুই সদস্য বাংলাদেশে বসবাস করি না। আমি থাকি নেপালের কাঠমুন্ডু -তে এবং অন্য সদস্যগণ যুক্তরাজ্যে। কমিশনের অধিকাংশ কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালনা করা হয়েছে যেন আমরা বাংলাদেশেই ছিলাম। তদন্ত কমিশন আইনে কমিশনকে তাদের নিজস্ব কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম পরিচালনায় অবাধ সুযোগ দিয়েছে। কমিশনের প্রথম সভায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল যে, যখনই সুযোগ হবে তখনই কমিশন বৈঠকে বসবে এবং কমিশনের কার্যক্রম ইন্টারনেটের মাধ্যমেও পরিচালনা করা হবে। বস্তুত তদপ্রেক্ষিতেই কমিশন যে সকল দলিল-দস্তাবেজ পেয়েছিল তার প্রায় সবকটিই স্ক্যান করা হয়েছে, সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং সদস্যদের সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। কমিশন এ মর্মেও ঐক্যমতে পৌঁছেছিল যে, কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত সকল দলিল-দস্তাবেজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাবলিক ডোমেইনে দিয়ে দেয়া হবে, যাতে করে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ ও গবেষকগণ এ বিষয়ে তাদের নিজস্ব মত তৈরী করতে পারেন। কমিশনের অন্তবর্তীকালিন প্রতিবেদনের প্রতিটি তথ্যের তথ্যসূত্র উল্লেখ করে কমিশনের মতামত প্রস্তত করা হয়েছে। আপনি কি বিস্মিত হচ্ছেন যে, কমিশনের প্রতিবেদটি জনগণের নিকট উম্মুক্ত করার ছয় মাসের মধ্যেও কেউ তা চ্যালেঞ্জ করেনি? আপনার মূল্যবান স্বাক্ষর কেবল একটি অনিষ্টকর ও ভিত্তিহীন কটাক্ষকে দৃঢ় করার চেষ্টা করেছে এবং এতে আপনারাই খাটো হয়েছেন।

RESULTS এর অর্থে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির প্রকৃতি ও প্রগলভতায় কমিশন সদস্য জনাব মোসলেহ আহমেদ এবং আমাকে পিছিয়ে নিয়েছে। অন্তবর্তীকালিন প্রতিবেদনটি জনগণের মতামতের জন্য ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমদিকে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ৬মাসেও এর উপর কারো কোন মতামত পাওয়া যায়নি। এমনকি অধ্যাপক ইউনুছও কোন মন্তব্য করেননি। পূর্বের ৬ মাসে অর্থাৎ মে ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১২ অধ্যাপক ইউনুছ কিছু সংখ্যক পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে কমিশনের গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে দেশ ও বিশ্বকে নাজেহাল করে ছেড়েছে। তার পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্য তিনি তার সমর্থক কিছু ক্ষমতাশালী লোকদের ব্যবহার করেছেন, যারা বিবৃতি দিয়েছেন এই বলে যে, গ্রামীণ ব্যাংক ও অধ্যাপক ইউনুছের ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে? তাদের স্ব স্ব রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণও উচ্চ পর্যায়ে তাদের উদ্বেগের বিষয়টি অবহিত করেছেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৩ এর পর অধ্যাপক ইউনুছ এবং তার বন্ধুগণ আশ্চর্যজনকভাবে নিরব হয়ে গেছে । তার কাজটি ছেড়ে দিয়েছেন বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তার মোসাহেবদের উপর। যাদের দায়িত্ব হয়েছে মিথ্যাকে ছড়ানো ও উন্নয়নশীল দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্মানহানি করা। অন্তবর্তীকালিন প্রতিবেদনে গ্রামীণ ব্যাংকের অবস্থা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তা গ্রামীণ ব্যাংকের তথ্যভান্ডার থেকেই সংগৃহিত। প্রতিবেদনের প্রতিটি ছত্র অধ্যাপক ইউনুছ বা অন্য কেউ খন্ডন করতে পারতেন। আপনি পত্রে স্বাক্ষর করার আগে একবারও কি দ্বিধান্বিত হননি কেন অন্তবর্তীকালিন প্রতিবেদনের কোন উত্তর নেই। অন্য ৪২জনও কি একইভাবে এ ধরনের উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং পক্ষপাততুষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেছেন?

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে কিছু সুধীজন যুক্তরাজ্যে এ সংক্রান্তে একটি সভা আহ্বান করেছিলেন: **গ্রামীণ ব্যাংকের সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো?** এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছে যুক্তরাজ্যের একটি ল ফার্ম- Allen & Overy । জনাব মোসলেহ আহমেদ (কমিশন সদস্য) এবং আমার সুযোগ হয়েছিল ঐ সভায় যোগ দেয়ার। যেটি সঞ্চালন করেছিলেন অধ্যাপক ম্যালকম হার্পার। আমি বিশ্বাস করি, আপনি অবহিত রয়েছেন যে, অধ্যাপক ম্যালকম একজন ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ে একজন শ্রদ্ধাভাজন পন্ডিত। ঐ সভায় আমাদের অন্তবর্তীকালিন প্রতিবেদনের উপর একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা ছিল। উপস্থাপনার পর প্রায় ১ঘন্টা উম্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল। আমরা খুশি হয়েছি যে, পুরো সেশনটিই রেকর্ড হয়েছিল এবং ১২ আগষ্ট ২০১৩ এর কাছাকাছি সময়ে ইউটিউবে তা আপলোড করা হয়েছে। আপনার কি ঐ সভা সম্পর্কে অবহিত হবার বা ইউটিউবে উপস্থাপনা দেখার সুযোগ হয়েছিল? যদি আমার অর্থের সংস্থান হয় বা আমার আর্থিক সামর্থ্য হয় তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার বসবাস ঠিকানায় বা কর্মস্থলে উপস্থিত হবো, আপনাকে পুরো বিষয়টি বিস্তারিতভাবে অবহিত করার জন্য। কারণ আপনি বিষয়টি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। দুঃখজনক হলেও বর্তমানে আমার সে সামর্থ্য নেই। আমি কেবল অনুরোধ করতে পারি যে, আপনি অন্তবর্তীকালিন প্রতিবেদনটি পাঠ করুন। তারপর আপনি আপনার ন্যায্য ও নিরপেক্ষ মন্তব্য RESULTS এবং বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানান।

RESULTS কে সহযোগিতা করেছে, কারা অর্থায়ন করেছে এবং কি জন্য করেছে? আমার জানতে ইচ্ছে করে এ সংস্থার বোর্ডে অধ্যাপক ইউনুছ রয়েছেন কিনা? অধ্যাপক ইউনুছ এর 'সামাজিক ব্যবসা'র কোন প্রতিষ্ঠান থেকে RESULTS এ কাজে অর্থ প্রদান করেছে কিনা? ঐসব প্রতিষ্ঠানের একটি পয়সা/সেন্ট/পেনিও যদি এ কাজে ব্যয় করা হয়, তবে তা হবে গ্রামীণ ব্যাংকের দরিদ্র, ভূমিহীন ঋণগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডারকে ঠকানো এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনে তা হবে অবৈধ।

কিন্তু আমি প্রায়শঃই দেখেছি যে, বাংলাদেশের আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কিংবা দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলো পশ্চিমা ধনী বন্ধু দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হলে বিধিবিধানসমূহকে খুব বেশী আমলে নেয়া হয় না।

বর্তমান প্রেক্ষিতে আমি আশা করি আপনি পুরো অন্তবর্তীকালিন প্রতিবেদন এবং অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ যা কমিশন কর্তৃক সরকারের নিকট দাখিল করা হয়েছে তা পাঠ করবেন। আমি প্রস্তুত রয়েছি ইমেইলের মাধ্যমে অথবা আপনি ইচ্ছা পোষণ করলে আমার ব্যক্তিগত অতিথি হয়ে হাজির এখানে এলে প্রতিবেদনের প্রতিটি তথ্যের ব্যাখ্যা প্রদানে । প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক এবং এর দরিদ্র ঋণগ্রহিতা শেয়ারহোল্ডারগণ যাদের ৯৭%ই নারী তাদের প্রকৃত প্রয়োজন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট উপসংহারে পৌছতে হলে এটি একান্তই প্রয়োজন।যে ধারণা নিয়ে আপনি পত্রে স্বাক্ষর করেছেন সে ধারণা বর্তমানে বদলালে অনুগ্রহ করে ঐ একই সংবাদ মাধ্যমে আপনার পরিবর্তিত মতামত প্রকাশ করবেন কি? ন্যূনপক্ষে তাদেরকে ই-মেইলের মাধ্যমে আপনার পরিবর্তিত মতামত জ্ঞাত করেন! আমার এ লেখাটি সময় নিয়ে পাঠ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

গভীর শ্রদ্ধা ও সালাম

আপনার বিশ্বস্ত,

মামুন উর রশিদ
চেয়ারম্যান; গ্রামীণ ব্যাংক কমিশন (২০ জুলাই ২০১৩ পর্যন্ত);
ঢাকা, বাংলাদেশ (ই-মেইলঃ mamun_ur_rashid@yahoo.com)